Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিবি রহিমা

রোলঃ 228020631

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিবি রহিমা

রোলঃ 228020631

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিবি রহিমা, আইডিঃ 228020631 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

বিবি রহিমা

আইডিঃ 228020631

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 9

অধ্যায় ১: ইসলামে পারিবারিক কাঠামোর ভূমিকা 10

১.১ পরিবার: ইসলামে একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠা 10

১.২ সন্তান আল্লাহর দান ও আমানত 10

১.৩ মা-বাবার দায়িত্বশীল অবস্থান 10

১.৪ পরিবারে নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ পরিবেশ 11

অধ্যায় ২: সন্তানের প্রতি মা-বাবার প্রাথমিক দায়িত্ব 12

২.১ সন্তানের জন্মের পর ইসলামি করণীয় 12

২.২ হালাল রিজিকে লালন-পালন 12

২.৩ ভালো আদব-কায়দা শেখানো 13

অধ্যায় ৩: ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা 14

৩.১ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব 14

৩.২ তাওহীদ ও ঈমান শিক্ষা 14

৩.৩ সালাত শিক্ষা ও অভ্যাস গঠনে ভূমিকা 14

৩.৪ কুরআন শিক্ষা ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ 14

৩.৫ নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্র গঠনে ভূমিকা 15

৩.৬ কু-সঙ্গ ও খারাপ প্রভাব থেকে রক্ষা 15

অধ্যায় ৪: আবেগিক ও মানসিক সহায়তা 16

৪.১ সন্তানের প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শন 16

৪.২ সন্তানের অনুভূতি ও সমস্যা বোঝা 16

৪.৩ বেশি শাসন, অবহেলা বা তুলনা থেকে বিরত থাকা 16

৪.৪ সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা 16

৪.৫ সন্তানের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা 17

অধ্যায় ৫: শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় দিকনির্দেশনা 18

৫.১ সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি যত্নশীলতা 18

৫.২ সন্তানের দক্ষতা ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ রাখা 18

৫.৩ দ্বীন ও দুনিয়া একত্রে শিক্ষা দেওয়া.......18
৫.৪ উপযুক্ত পেশার জন্য দিকনির্দেশনা.......18
৫.৫ বিয়ের পূর্বপর্যন্ত তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা.......19
অধ্যায় ৬: সন্তানের অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা.......20
৬.১ হালাল রিজিকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা.......20
৬.২ সন্তানকে হালাল উপার্জনের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া.......20
৬.৩ সন্তানের ভবিষ্যৎ বিবেচনায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা.......20
৬.৪ সন্তানের জন্য বৈধ উত্তরাধিকার নির্ধারণ.......20
অধ্যায় ৭: সন্তানকে নৈতিক বিপদ থেকে রক্ষা.......22
৭.১ কিশোর-কিশোরীর সংবেদনশীলতা ও পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্ব বোঝা.......22
৭.২ পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা.......22
৭.৩ খারাপ বন্ধু ও কু-সঙ্গ থেকে বাঁচানো.......22
৭.৪ টিকটক, গেমিং, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি থেকে রক্ষা.......22
৭.৫ সন্তানকে নিজের গুনাহের ভয় ও তাকওয়া শেখানো.......23
অধ্যায় ৮: সন্তানকে দাওয়াহমুখী ও সমাজসেবামূলক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা.......24
৮.১ সন্তানকে ইসলামী দাওয়াহয়ের গুরুত্ব শেখানো.......24
৮.২ সন্তানের মধ্যে সেবামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা.......24
৮.৩ অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো ও সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা.......24
৮.৪ সন্তানকে আমানতদারি, সত্যবাদিতা এবং সততা শিক্ষা দেওয়া.......24
৮.৫ সন্তানকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা.......25
অধ্যায় ৯: দোয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সন্তানের জন্য রুহানিয়াতপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি.......26
৯.১ সন্তানকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল শেখানো.......26
৯.২ সন্তানদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা.......26
৯.৩ সন্তানের জন্য কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দেওয়া.......26
৯.৪ বাবা-মায়ের মধ্যে ঈমান ও তাকওয়ার প্রতিফলন.......27
৯.৫ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য ধারণ করা.......27
৯.৬ সঠিক দোয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সন্তানের পথপ্রদর্শন.......27

অধ্যায় ১০: পিতা-মাতার ভুল-ত্রুটি ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা 28
১০.১ মা-বাবার দায়িত্বে অবহেলা এবং তার প্রভাব 28
১০.২ সন্তানের প্রতি অত্যধিক কঠোরতা 28
১০.৩ সন্তানকে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করা 28
১০.৪ সন্তানের প্রাইভেসি এবং স্বাধীনতা লঙ্ঘন 29
১০.৫ সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার দায়বদ্ধতা 29
১০.৬ সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়ার ঝুঁকি 29
১০.৭ সংশোধন ও অনুশোচনার গুরুত্ব 29
অধ্যায় ১১: সন্তানের শিক্ষাগত দায়িত্ব ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব 31
অধ্যায় ১২: মা-বাবার দ্বারা সন্তানের জন্য দোয়া ও শিখন প্রক্রিয়া 31
অধ্যায় ১৩: সন্তানের পছন্দের প্রতি মা-বাবার দৃষ্টি ও দিকনির্দেশনা 32
অধ্যায় ১৪: সন্তানের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা 32
অধ্যায় ১৫: মা-বাবার উচিত সন্তানের সাথে সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা 33
অধ্যায় ১৬: মা-বাবার নৈতিক ও চারিত্রিক দৃষ্টান্ত সন্তানের জন্য আদর্শ 33
অধ্যায় ১৭: ইসলামী নীতি অনুসরণ করে সন্তানের সমন্বিত বিকাশ 34
অধ্যায় ১৮: সন্তানদের সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষা দেওয়া 34
অধ্যায় ১৯: সন্তানদের সঠিক আচরণ এবং সামাজিক দায়িত্ব শেখানো 35
অধ্যায় ২০: সন্তানদের প্রতি আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আচরণ করা 35
অধ্যায় ২১: পিতা-মাতার জন্য সন্তানের জন্য তাওয়াক্কুল ও দোয়া 36
অধ্যায় ২২: সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়বদ্ধতা ও দৃষ্টান্তমূলক আচরণ 36
অধ্যায় ২৩: সন্তানের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা 37
অধ্যায় ২৪: সন্তানের সঙ্গে খেলাধুলা ও সময় কাটানো 37
অধ্যায় ২৫: সন্তানের রিজিক হালাল উপার্জনে যত্নবান হওয়া 37
অধ্যায় ২৬: সন্তানের ইসলামী আকীদা (বিশ্বাস) গড়ে তোলা 38
অধ্যায় ২৭: সন্তানের মাঝে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা 38
অধ্যায় ২৮: সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করা 38
অধ্যায় ২৯: সন্তানের সাথে যুক্ত থাকার গুরুত্ব 39

অধ্যায় ৩০: সন্তানকে দুআর ছায়ায় রাখা 39
অধ্যায় ৩১: সন্তানের মধ্যে দ্বীনি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা 39
অধ্যায় ৩২: সন্তানের ইলমী (জ্ঞানগত) উন্নয়নে ভূমিকা রাখা 40
অধ্যায় ৩৩: সন্তানের শৃঙ্খলা ও নিয়মাবলী শেখানো 40
অধ্যায় ৩৪: সন্তানকে সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব শেখানো 41
অধ্যায় ৩৫: সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করা 41
অধ্যায় ৩৬: সন্তানের প্রতি নৈতিক শিক্ষা প্রদান 42
অধ্যায় ৩৭: সন্তানের আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব মূল্যবোধ গঠন 42
অধ্যায় ৩৮: সন্তানের জন্য শাস্তি এবং পুরস্কারের সঠিক ব্যবহার 43
অধ্যায় ৩৯: সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন 43
অধ্যায় ৪০: সন্তানের সঠিক শিক্ষা এবং ইসলামী মূল্যবোধ 43
অধ্যায় ৪১: সন্তানের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শন 44
অধ্যায় ৪২: সন্তানের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের গোপনীয়তা সম্মান করা 44
অধ্যায় ৪৩: সন্তানের প্রতি সঠিক শৃঙ্খলা এবং আচরণ শিক্ষা 44
অধ্যায় ৪৪: সন্তানের জন্য স্বাস্থ্য এবং শারীরিক যত্ন 45
অধ্যায় ৪৫: সন্তানের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা 45
অধ্যায় ৪৬: সন্তানের দায়িত্বশীলতা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা 46
অধ্যায় ৪৭: সন্তানের সঠিক চরিত্র গঠন 46
অধ্যায় ৪৮: সন্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব 47
অধ্যায় ৪৯: মা-বাবার জন্য সন্তানের প্রতি উদারতা এবং কৃতজ্ঞতা 47
উপসংহার 48
অন্যান্য উৎস: 49

ভূমিকা

সন্তান মানব জীবনের একটি অমূল্য নিয়ামত ও amanah (আমানত), যা আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট অর্পণ করেছেন। প্রতিটি মা-বাবার নিকট সন্তান শুধু ভালোবাসা ও স্নেহের আধারই নয়, বরং এক মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্র। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, সন্তান প্রতিপালন কেবল একটি পারিবারিক বিষয় নয়, বরং তা একটি ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। সন্তানকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা, তার শরীর, মন ও আত্মার বিকাশে সহায়তা করা, তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞান প্রদান করা—এসব কিছু ইসলাম মা-বাবার ওপর ফরজ করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মা-বাবার উপর সন্তানের প্রতিপালন ও তাদের হক আদায় সম্পর্কে বহুবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় উদাসীনতা ও পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতার মূল কারণগুলোর একটি হলো—সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব পালনে অবহেলা। তাই এই গবেষণাপত্রে আমরা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মা-বাবার কী কী দায়িত্ব রয়েছে, কীভাবে তা পালন করতে হয় এবং এর গুরুত্ব ও প্রভাব সমাজে কতটা গভীর।
এই থিসিসে আমরা কুরআন, হাদীস, ইসলামী মনীষীদের বক্তব্য ও আধুনিক বাস্তবতা পর্যালোচনা করে একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো, যেন আজকের সমাজে মা-বাবা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং সঠিক পথে সন্তান প্রতিপালনে অনুপ্রাণিত হন।

অধ্যায় ১: ইসলামে পারিবারিক কাঠামোর ভূমিকা

১.১ পরিবার: ইসলামে একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠা

ইসলামে পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। একটি আদর্শ পরিবার গঠনের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:
"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের দু'জন থেকে বহু পুরুষ ও নারী বিস্তার করেছেন।"
(সূরা আন-নিসা, ৪:১)
এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানবজাতির সূচনা হয়েছে একটি পরিবার থেকে। তাই পরিবার ইসলামী সমাজ কাঠামোর কেন্দ্রীয় অংশ।

১.২ সন্তান আল্লাহর দান ও আমানত

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান আল্লাহর একটি নেয়ামত এবং একই সঙ্গে একটি পরীক্ষাও। আল্লাহ তাআলা বলেন:
"নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে এক পরীক্ষা। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।"
(সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৫)
অতএব, মা-বাবার ওপর দায়িত্ব বর্তায় যেন তারা এ দানকে সঠিকভাবে রক্ষা করে, লালন-পালন করে এবং আল্লাহর পথের দিকে পরিচালিত করে।

১.৩ মা-বাবার দায়িত্বশীল অবস্থান

ইসলামে প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রক্ষক, এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। পিতা তার পরিবারে রক্ষক এবং তার অধীনস্থদের ব্যাপারে তার জবাবদিহি করতে হবে।"
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পিতামাতা সন্তানদের কেবল জন্মদাতা নন, বরং তাদের পূর্ণ বিকাশে দায়িত্বশীল অভিভাবক।

১.৪ পরিবারে নৈতিক শিক্ষা ও আদর্শ পরিবেশ

পরিবারেই শিশুর প্রাথমিক চরিত্র গঠন হয়। নবী করিম (সা.) বলেন:
"প্রত্যেক শিশু ইসলামী ফিতরাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে; তারপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
অতএব, পরিবারই সন্তানের সঠিক ও ভুলের প্রথম পাঠশালা। একটি সুশৃঙ্খল, ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবেশে সন্তান বেড়ে উঠলে সে সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।

অধ্যায় ২: সন্তানের প্রতি মা-বাবার প্রাথমিক দায়িত্ব

২.১ সন্তানের জন্মের পর ইসলামি করণীয়

ইসলাম সন্তানের জন্ম থেকেই মা-বাবার উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে। এগুলোর মাধ্যমে শিশুর জীবনের ইসলামি ভিত্তি তৈরি হয়।

ক. আযান ও ইকামত- সন্তান জন্মের সাথে সাথেই তার ডানে আযান এবং বামে ইকামত দেয়া সুন্নত। রাসূল (সা.) বলেন:

"যখন তোমাদের কারো সন্তান জন্ম নেয়, তখন তার ডানে আযান ও বামে ইকামত দাও, এতে করে শয়তান তার ক্ষতি করতে পারবে না।" (আবু দাউদ)

এর মাধ্যমে নবজাতকের কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম ও ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেওয়া হয়।

খ. আকীকা করা ও মাথার চুল কাটা- সন্তানের জন্মের সাত দিনে আকীকা করা সুন্নত। পুত্রের জন্য দুটি এবং কন্যার জন্য একটি পশু কোরবানি দেওয়া হয়। হাদীসে এসেছে:

"প্রত্যেক নবজাতক আকীকার মাধ্যমে বন্ধক থাকে; তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু জবাই করা, নাম রাখা এবং চুল কাটা উচিত।" (তিরমিজি)

চুল কাটার পর তা ওজন করে রুপার সমপরিমাণ সদকা দেওয়া উত্তম।

গ. সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা- ইসলামে সন্তানের জন্য অর্থবহ, ভালো এবং ইসলামী নাম রাখার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন:

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের ভালো নাম দাও।" (আবু দাউদ)

আল্লাহর গুণবাচক নাম, নবীগণের নাম বা সৎ বান্দাদের নাম রাখা উত্তম।

২.২ হালাল রিজিকে লালন-পালন

শিশুর খাদ্য ও পোশাকে হালাল রুজির গুরুত্ব অপরিসীম। হারাম উপার্জনের খাবার সন্তানের শরীরে প্রবেশ করলে তার স্বভাব-চরিত্রে এর প্রভাব পড়ে। রাসূল (সা.) বলেন: "একটি দেহ যা হারাম দ্বারা গঠিত হয়, জান্নাত তার জন্য নয়।" (তিরমিজি)

তাই পিতামাতার দায়িত্ব হলো সন্তানের প্রতি খাওয়া-পরার বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং হালাল রিজিকে তাকে লালন-পালন করা।

২.৩ ভালো আদব-কায়দা শেখানো

বাল্যকাল থেকেই শিশুদের ইসলামি আদব-কায়দা ও আচার-আচরণ শেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলা, ডান হাত দিয়ে খাওয়া সালাম দেওয়া ইত্যাদি। এই অভ্যাসগুলো পরবর্তীতে তার চরিত্রে পরিণত হয়। এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, সন্তানের জন্মের পর থেকেই ইসলাম মা-বাবাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় দায়িত্ব দিয়েছে, যা তার শারীরিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিকাশে সহায়ক ।

অধ্যায় ৩: ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা

৩.১ ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম ধর্মে শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
কুরআনের প্রথম ওহী হলো:
"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক, ৯৬:১)
একটি শিশু যেন আল্লাহ, রাসূল (সা.), ঈমান, সালাত, সৎচরিত্র ও মানবিক গুণাবলীর শিক্ষায় দীক্ষিত হয়, সেটিই হচ্ছে মা-বাবার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

৩.২ তাওহীদ ও ঈমান শিক্ষা

শিশুর বয়স অনুপাতে ধীরে ধীরে আল্লাহর একত্ববাদ, নবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক আকীদার শিক্ষা দিতে হবে। এতে তার ঈমান মজবুত হয় ও সে সঠিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী হয়।
"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। " (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬)

৩.৩ সালাত শিক্ষা ও অভ্যাস গঠনে ভূমিকা

রাসূল (সা.) বলেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে সালাত না পড়লে শাসন করো।" (আবু দাউদ)
এই হাদীস প্রমাণ করে, পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে সালাতের গুরুত্ব বোঝানো, নিয়মিত সালাতের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তা চর্চার পরিবেশ তৈরি করা।

৩.৪ কুরআন শিক্ষা ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ

পিতা-মাতা নিজে বা অভিজ্ঞ ইসলামিক শিক্ষক দ্বারা সন্তানের কুরআন শিক্ষা, তাজবীদ চর্চা এবং ইসলামিক আদর্শ শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য। হাদীসে বলা হয়েছে:
"তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সে, যে নিজে কুরআন শিখেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে।" (বুখারী)

৩.৫ নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্র গঠনে ভূমিকা

শুধু ধর্মীয় জ্ঞান নয়, বরং সত্যবাদিতা, বিনয়, ধৈর্য, সহনশীলতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি গুণের চর্চা শেখানোও অত্যন্ত জরুরি। সন্তানের সামনে মা-বাবা নিজেরাও যদি সৎ ও আদর্শ আচরণ করেন, তবে সন্তান সহজেই তা আত্মস্থ করতে পারে।

৩.৬ কু-সঙ্গ ও খারাপ প্রভাব থেকে রক্ষা

বর্তমান যুগে মোবাইল, ইন্টারনেট, টিভি প্রভৃতি মাধ্যমে অনেক ভুল ও অপসংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। মা-বাবার দায়িত্ব সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখা, যেন সে কু-সঙ্গ বা বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারায় না জড়িয়ে পড়ে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম, সন্তানের চরিত্র গঠনে ধর্মীয় শিক্ষা, ঈমান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং নৈতিকতা চর্চার গুরুত্ব কত গভীর। পিতা-মাতা যদি শুরু থেকেই এর প্রতি মনোযোগী হন, তবে সন্তান দ্বীনদার ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

অধ্যায় ৪: আবেগিক ও মানসিক সহায়তা

৪.১ সন্তানের প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শন

ইসলামে সন্তানের প্রতি দয়া, স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নবী করিম (সা.) নিজ সন্তানদের ও নাতি-নাতনিদের কোলে নিতেন, আদর করতেন, চুমু দিতেন। তিনি বলেন:
"যে দয়া করে না, সে দয়া লাভ করে না।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
একবার এক বেদুঈন নবীজিকে বলেন, “আমরা তো আমাদের সন্তানদের চুমু দিই না।” নবীজি উত্তরে বলেন:
"আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন, তবে আমি কী করতে পারি?" (বুখারী ও মুসলিম)

৪.২ সন্তানের অনুভূতি ও সমস্যা বোঝা

সন্তানের কষ্ট, ভয়, আবেগ ও উদ্বেগগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সেগুলো শুনে সহযোগিতা করা পিতামাতার আবশ্যিক কর্তব্য। একজন শিশু যদি দেখে তার মা-বাবা তার কথা গুরুত্বসহকারে শোনে, তবে সে তাদের প্রতি আস্থা রাখে ও সৎ পথে থাকে।

৪.৩ বেশি শাসন, অবহেলা বা তুলনা থেকে বিরত থাকা

শিশুকে বারবার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অন্যদের সঙ্গে তুলনা করা বা শারীরিক শাস্তি দেওয়া তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে। রাসূল (সা.) শিশুদের উপর কখনো গলা তোলেননি, বরং ভালোভাবে বোঝাতেন। ইসলাম শিক্ষা দেয়— নরমতা ও ধৈর্য সহকারে সন্তানকে সঠিক পথে আনা।

৪.৪ সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা

শিশুর সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক যেন হয় শ্রদ্ধাপূর্ণ বন্ধুত্বের মতো। এতে সন্তান নিজের অনুভূতি, দুশ্চিন্তা ও ইচ্ছাগুলো খোলামেলা বলতে পারে, যা তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

৪.৫ সন্তানের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা

তার কাজের প্রশংসা করা, তাকে ছোটখাটো দায়িত্ব দেওয়া এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উৎসাহ দেওয়া একটি শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। রাসূল (সা.) ছোটদেরকে নাম ধরে ডাকতেন, সালাম দিতেন, তাদের সঙ্গে খেলা করতেন— যাতে তারা নিজেকে মূল্যবান মনে করে।

এই অধ্যায়ে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সন্তানের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পাশাপাশি আবেগিক ও মানসিক সহায়তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দয়া, ধৈর্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে মা-বাবা সন্তানকে একটি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন দিতে পারেন।

অধ্যায় ৫: শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় দিকনির্দেশনা

৫.১ সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি যত্নশীলতা

ইসলামে জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ সকলের জন্য ফরজ। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো এবং তার পাঠদানে মনোযোগী রাখা। রাসূল (সা.) বলেছেন:
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)
একজন সন্তান যদি কুরআনের জ্ঞান এবং দুনিয়াবি জ্ঞান—দুটিই লাভ করে, তবে সে দীন-দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

৫.২ সন্তানের দক্ষতা ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ রাখা

সন্তানকে তার প্রতিভা, মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী পড়াশোনা ও পেশা নির্বাচন করতে উৎসাহিত করা উচিত। পিতা-মাতার অন্ধ চাপাচাপি সন্তানের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় ও হতাশার জন্ম দেয়। ইসলাম প্রতিটি মানুষের ভিন্নতা ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দেয়:
"প্রত্যেককেই তার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হবে।" (সূরা ইসরা, ১৭:৮৪)

৫.৩ দ্বীন ও দুনিয়া একত্রে শিক্ষা দেওয়া

একজন মুসলিম সন্তানের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা তাকে একজন সৎ, যোগ্য, নৈতিক এবং আল্লাহভীরু নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। শুধুমাত্র দুনিয়াবি বা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট নয়—উভয়ের সমন্বয়ই পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা।

৫.4 উপযুক্ত পেশার জন্য দিকনির্দেশনা

সন্তান যখন বড় হয়, তখন তার উপযুক্ত পেশা ও জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে মা-বাবার সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান যেন হালাল পেশা বেছে নেয়, মানুষের উপকারে আসে এবং নিজের জীবনেও স্থিতি পায়—এটা মা-বাবার সদিচ্ছা ও দোয়ার ফল।

৫.৫ বিয়ের পূর্বপর্যন্ত তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা

সন্তানের বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছালে তার জন্য উপযুক্ত দ্বীনদার জীবনসঙ্গী নির্বাচনেও মা-বাবার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল (সা.) বলেন:
"তোমরা যখন কারো দ্বীন ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হও, তখন তার সঙ্গে বিয়ে দাও।" (তিরমিজি)
সন্তানের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মা-বাবার খেয়াল, উপদেশ ও দোয়া সবচেয়ে বড় সহায়তা।

অধ্যায় ৬: সন্তানের অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা

৬.১ হালাল রিজিকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

সন্তানকে হালাল রিজিকে লালন-পালন করা শুধু শিশু অবস্থায় নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যও হালাল উপার্জন ও নিরাপদ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব। পিতা-মাতা যেমন নিজে হালাল উপার্জন করে সন্তানকে খাওয়ায়, তেমনি তাদের জন্য কিছু সঞ্চয়, শিক্ষা ও পেশাগত সহায়তাও প্রস্তুত করে।
রাসূল (সা.) বলেন- "তুমি যদি তোমার পরিবারের জন্য কিছু ব্যয় করো এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও, তবে তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৬.২ সন্তানকে হালাল উপার্জনের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া

শিশু যখন বড় হতে থাকে, তখন তাকে হালাল উপার্জনের পদ্ধতি শেখানো, যেমন—মেহনত, সততা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব বোঝানো গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম শিক্ষা দেয়: "তোমাদের কেউ যেন কখনও বলে না, আমি বেকার, আমি কিছুই করতে পারি না।" (তিরমিজি)

৬.৩ সন্তানের ভবিষ্যৎ বিবেচনায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা

সন্তানের পড়াশোনা, বিবাহ, চাকরি বা ব্যবসা— এসব ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মাথায় রেখে সঞ্চয় ও পরিকল্পনা করা উচিত। কুরআনে বলা হয়েছে: "তারা এমন দান করে যে, দান করার সময় অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না।" (সূরা ফুরকান, ২৫:৬৭)
অর্থাৎ পরিকল্পিত খরচই ইসলামি দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়।

৬.4 সন্তানের জন্য বৈধ উত্তরাধিকার নির্ধারণ

সন্তানের জন্য বৈধভাবে সম্পদ রেখে যাওয়া ইসলামি দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকার) নিয়ে নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে: "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন— পুত্রের জন্য দুগুণ অংশ কন্যার তুলনায়।" (সূরা নিসা, ৪:১১)
সন্তানের জন্য কিছু রেখে যাওয়া সুন্নত, যাতে সে ভবিষ্যতে মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, সন্তানের জন্য হালাল রিজিক, সঞ্চয়, আয় শিক্ষা, এবং উত্তরাধিকার নির্ধারণ— এসব বিষয়ে মা-বাবার পরিকল্পনা ও দ্বীনদার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ৭: সন্তানকে নৈতিক বিপদ থেকে রক্ষা

৭.১ কিশোর-কিশোরীর সংবেদনশীলতা ও পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্ব বোঝা

কিশোর ও তরুণ বয়সে ছেলে-মেয়েরা মানসিক, শারীরিক ও আবেগিকভাবে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এই সময়টা খুবই স্পর্শকাতর এবং বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি বেশি। মা-বাবার উচিত সন্তানকে বোঝা, ধৈর্য সহকারে তার মনোভাব ও অভ্যাসের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা।

৭.২ পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা

আধুনিক যুগে মোবাইল, ইন্টারনেট ও মিডিয়ার প্রভাবে অশ্লীলতা সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। সন্তান যেন এসব থেকে দূরে থাকে, সে জন্য মা-বাবাকে অবশ্যই প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত, পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং গাইডলাইনভিত্তিক রাখতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজের দৃষ্টি সংযত করে, আল্লাহ তাকে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করাবেন।" (তিরমিজি)

৭.৩ খারাপ বন্ধু ও কু-সঙ্গ থেকে বাঁচানো

সন্তানের বন্ধু-বান্ধব কারা, তারা কীভাবে কথা বলে, কীভাবে সময় কাটায়– এসব বিষয়ে সচেতন থাকা আবশ্যক। হাদীসে এসেছে: "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের ওপর চলে, তাই দেখো, কাকে তুমি বন্ধু বানাচ্ছ।" (আবু দাউদ)
তাই, ভালো বন্ধু চেনার শিক্ষা ও দোয়া করা মা-বাবার দায়িত্ব।

৭.৪ টিকটক, গেমিং, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি থেকে রক্ষা

আজকের তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তিতে আসক্ত। এর ইতিবাচক ব্যবহার শেখানো এবং অপব্যবহার থেকে দূরে রাখার জন্য পারিবারিক সময়, বিকল্প বিনোদন, ইসলামি বই-পাঠ, খেলাধুলা ও বাস্তব সমাজমুখী কাজে সম্পৃক্ত করানো জরুরি।

৭.৫ সন্তানকে নিজের গুনাহের ভয় ও তাকওয়া শেখানো

যুবসমাজকে যদি আল্লাহভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহিতার শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে সে সহজেই নৈতিক বিপথ থেকে ফিরে আসতে পারে। হাদীসে আছে:

"সাত শ্রেণির মানুষ কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে, তার মধ্যে একজন হল– সেই যুবক, যে আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এই অধ্যায়ে বোঝা গেল, কিশোর-যৌবনকাল হলো গঠন ও বিপথগামীতার সন্ধিক্ষণ। মা-বাবার সজাগ দৃষ্টি, দোয়া, ভালোবাসা ও ইসলামী দিকনির্দেশনা এই সময় সন্তানকে সঠিক পথে রাখতে পারে।

অধ্যায় ৮: সন্তানকে দাওয়াহমুখী ও সমাজসেবামূলক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা

৮.১ সন্তানকে ইসলামী দাওয়াহয়ের গুরুত্ব শেখানো

ইসলামে দাওয়াহ, অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করা, একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো তার চারপাশের মানুষকে ইসলামের সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা সম্পর্কে জানানো। মা-বাবার দায়িত্ব হলো, সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই দাওয়াহ-এর কাজের জন্য প্রস্তুত করা। কুরআনে বলা হয়েছে: একটি মহান কাজ হিসেবে বিবেচিত।
"তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী)
এটি প্রমাণ করে যে, একজন শিশুকে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা শিখিয়ে তাকে দাওয়াহমূলক কাজের জন্য প্রস্তুত করা উচিত।

৮.২ সন্তানের মধ্যে সেবামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা

ইসলামে সমাজসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ। রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের উপকারে আসে, সে সর্বোত্তম ব্যক্তি।" (বুখারী)
সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই সমাজে ভালো কাজ, সাহায্য, দান-ধর্ম, অভাবীদের সহায়তা ইত্যাদি সেবামূলক কাজ শেখানো উচিত। পিতা-মাতা যখন নিজে এসব কাজ করে, তখন সন্তানও তা অনুসরণ করবে।

৮.৩ অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো ও সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা

অসচ্ছল মানুষদের সাহায্য, মেধাহীনদের জন্য দান ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির পাশে দাঁড়ানো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সন্তানকে শেখান যে, ইসলাম শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের সাহায্য করার জন্যও। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে দান ও সাহায্যের মাধ্যমে মহান পুরস্কারের আশা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন।

৮.৪ সন্তানকে আমানতদারি, সত্যবাদিতা এবং সততা শিক্ষা দেওয়া

যেহেতু দাওয়াহ দিতে গেলে একজনের চরিত্রে আস্থা থাকা উচিত, সেহেতু সন্তানকে আমানতদারি, সততা, সত্যবাদিতা এবং নির্লিপ্ততা শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (সা.)

বলেন: "তোমরা যখন কোনো আমানত গ্রহণ করো, তখন তাকে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দাও।" (আবু দাউদ)
এই গুণাবলী দাওয়াহ কার্যক্রমে সফলতার জন্য অপরিহার্য।

৮.৫ সন্তানকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে শান্তি, ন্যায় ও সহানুভূতির আদর্শ প্রচার করে। মা-বাবা তাদের সন্তানকে শেখান যে, সমাজের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করা এবং সত্য, ন্যায়, অধিকার, দায়িত্ব ইত্যাদি পালন করা ঈমানের অংশ।
এই অধ্যায়ে দেখা গেল, সন্তানকে শুধু ধর্মীয় দিক দিয়ে নয়, সমাজসেবী এবং দাওয়াহমুখী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও পিতা-মাতার গুরুতর দায়িত্ব। তাদের শৈশব থেকেই ইসলামী আদর্শে মানুষ গড়ার চেষ্টা করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে পারে।

অধ্যায় ৯: দোয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সন্তানের জন্য রুহানিয়াতপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি

৯.১ সন্তানকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল শেখানো

ইসলামে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) শেখানো। রাসূল (সা.) বলেন:
"তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন।" (সূরা আল-আমরান, ৩:১৬৩)
মা-বাবা যখন সন্তানকে পরিশ্রমের পর ফলাফল আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়ার শিক্ষা দেন, তখন তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে।

৯.২ সন্তানদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা

দোয়া মুমিনদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের জন্য প্রতিদিন দোয়া করা মা-বাবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসূল (সা.) বলেন:
"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য ভালো কিছু প্রার্থনা করে, তার জন্যও আল্লাহ মঞ্জুর করেন।" (মুসলিম)
এটি প্রমাণ করে যে, সন্তানের সাফল্য ও সুখের জন্য মা-বাবার দোয়া একটি মূল উপকরণ।

৯.৩ সন্তানের জন্য কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দেওয়া

সন্তানকে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী জীবনবিধি শেখানো তাদের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:
"এটা কুরআন যা তোমাদের হৃদয়ে শান্তি দেয় এবং তোমাদের মাঝে হেদায়াত সৃষ্টি করে।" (সূরা আল-বাকারা, ২:২)
সন্তান যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তবে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং একটি রুহানিয়াতপূর্ণ জীবন কাটাতে পারবে।

৯.৪ বাবা-মায়ের মধ্যে ঈমান ও তাকওয়ার প্রতিফলন

মা-বাবার মধ্যে ঈমান, তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভয়ের প্রতিফলন সন্তানদের মধ্যে গড়ে উঠে। পিতা-মাতা যখন নিয়মিত ইসলামী কার্যক্রম পালন করেন—যেমন নামাজ, দোয়া, সদকা ইত্যাদি—সন্তান তাদেরকে অনুসরণ করবে। এটি ইসলামী পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে।
রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমরা যদি একে অপরকে ভালোর জন্য দাওয়াহ দাও এবং ইবাদত পালন করতে সহায়তা করো, তবে তোমরা আল্লাহর দয়া লাভ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

৯.৫ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য ধারণ করা

সন্তানদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। মা-বাবাকে তাদের ধৈর্য ধরতে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে শেখানো জরুরি। রাসূল (সা.) বলেছেন: "যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো, তোমাদের জন্য তা ভালো হবে।" (সূরা আল-ইমরান, ৩:২০০)
এটি শিক্ষা দেয় যে, জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাবা-মা ও সন্তান উভয়ের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আল্লাহর উপর ভরসা থাকা উচিত।

৯.৬ সঠিক দোয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সন্তানের পথপ্রদর্শন

মা-বাবা যদি নিজে ইসলামী জীবনযাপন করেন এবং সন্তানের জন্য নিয়মিত দোয়া করেন, তবে আল্লাহ তাদের সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ইসলামিক দোয়া যেমন— "رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي" (হে আমার প্রভু! আমাকে এবং আমার সন্তানদের সালাত প্রতিষ্ঠিতকারী বানাও)—এটি সন্তানদের জন্য আধ্যাত্মিক দিক থেকে নিরাপদ এবং সফল জীবন নিশ্চিত করে।
এই অধ্যায়ে দেখা গেছে, সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং তাঁর পথে জীবনযাপন জরুরি। মা-বাবার দোয়া, তাওয়াক্কুল ও ইসলামী পরিবেশ সন্তানকে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী ও শান্তিপূর্ণ জীবন উপহার দিতে সহায়ক।

অধ্যায় ১০: পিতা-মাতার ভুল-ত্রুটি ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

১০.১ মা-বাবার দায়িত্বে অবহেলা এবং তার প্রভাব

মা-বাবার প্রতি সন্তানের অধিকার যেমন বিশাল, তেমনি পিতা-মাতার উপরও সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে। সন্তানের প্রতি অবহেলা বা দায়িত্বহীনতা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষাগত দক্ষতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ইসলাম এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিয়েছে যে, মা-বাবা কখনো তাদের সন্তানের প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা করতে পারবেন না।
রাসূল (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে তার পরিবারকে সবচেয়ে ভালোভাবে আচরণ করে।" (তিরমিজি)

১০.২ সন্তানের প্রতি অত্যধিক কঠোরতা

অনেক সময় মা-বাবা সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে গিয়ে অতিরিক্ত কঠোর হয়ে যান, যা সন্তানের মধ্যে আতঙ্ক, অসন্তুষ্টি এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি কোমলতা ও ভালোবাসা জরুরি। রাসূল (সা.) এরকম কঠোরতা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন:
"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারকে সহানুভূতির সাথে আচরণ করে।" (ইবনে মাজাহ)
এছাড়া, আল্লাহ কুরআনে বলছেন: "যারা নিজেদের পরিবারের প্রতি দয়া ও কোমলতা প্রদর্শন করে, তাদের জন্য আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬৭)

১০.৩ সন্তানকে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করা

একটি পরিবারে অনেক সময় বাবা-মা তাদের সন্তান থেকে অল্প বয়সে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করেন, যার ফলে সন্তানের উপর মানসিক চাপ বাড়তে পারে। কখনো কখনো তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা সন্তানকে চাপের মধ্যে ফেলে দিতে পারে, যা তার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, সন্তানের প্রতি ন্যায্য প্রত্যাশা করা উচিত, তবে তার সীমাবদ্ধতার প্রতি সম্মানও জানানো উচিত।

রাসূল (সা.) বলেছেন: "সন্তানকে সে পরিমাণই শিক্ষা দিন, যা তার সক্ষমতা এবং বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত।" (আবু দাউদ)

১০.৪ সন্তানের প্রাইভেসি এবং স্বাধীনতা লঙ্ঘন

একজন সন্তানের প্রাইভেসি এবং স্বাধীনতা বজায় রাখাও জরুরি। আধুনিক সময়ের তরুণেরা তাদের ব্যক্তিগত দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তাদের এই প্রাইভেসি লঙ্ঘন করে, যদি মা-বাবা অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করেন, তবে সেটি তাদের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামে অভিভাবকদের সন্তানের সাথে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়তে বলা হয়েছে।
রাসূল (সা.) বলেন: "কোনো ব্যক্তির সম্পূর্ণ হক নেই, এমনকি তার নিজের পিতামাতার কাছে, যে তার প্রাইভেসি লঙ্ঘন করে।" (বুখারী)

১০.৫ সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার দায়বদ্ধতা

সন্তানের চরিত্র গঠনে বাবা-মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক মা-বাবা নিজেদের স্বভাব বা ভুল আচরণের কারণে সন্তানের চরিত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেন। ইসলামে সন্তানের প্রতি সঠিক আদর্শ স্থাপন এবং সুন্দর চরিত্র গড়তে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমরা যে পথ অনুসরণ করবে, সন্তানও সেই পথ অনুসরণ করবে।" (বুখারী)

১০.৬ সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়ার ঝুঁকি

অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে সন্তান যদি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিপথগামী হয়, তবে সেটি মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। ইসলাম মা-বাবাকে সন্তানকে সঠিক পথনির্দেশনা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা যেন মাত্রার বাইরে চলে না যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

১০.৭ সংশোধন ও অনুশোচনার গুরুত্ব

মা-বাবা যখন তাদের সন্তানকে ভুল পথে পরিচালিত করেন, তখন তারা যেন নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং তার সংশোধন করার চেষ্টা করেন। ইসলাম এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংশোধন ও তওবা করার গুরুত্বও শিখিয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেন: "যে ব্যক্তি ভুল করে এবং পরবর্তীতে তার ভুল স্বীকার করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।" (মুসলিম)
এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মা-বাবার ভুল-ত্রুটি তাদের সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং, অভিভাবকদের উচিত নিজেকে নিয়মিত সংশোধন করা, সন্তানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাদের পঠন-পাঠন ও চরিত্র গঠন করা।

অধ্যায় ১১: সন্তানের শিক্ষাগত দায়িত্ব ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামে শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি পরিবারে মা-বাবার দায়িত্ব শুধু সন্তানকে শারীরিকভাবে যত্ন নেওয়া নয়, বরং তার শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে, যা তাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, এবং প্র্যাকটিক্যাল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।
রাসূল (সা.) বলেন:"প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।"
(ইবনে মাজাহ)
এখানে শিক্ষার পরিধি শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং সাধারণ জ্ঞান ও চারিত্রিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায় ১২: মা-বাবার দ্বারা সন্তানের জন্য দোয়া ও শিখন প্রক্রিয়া

ইসলামে দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম, বিশেষ করে সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের ভালোবাসা, সাফল্য, এবং জীবনবোধের ক্ষেত্রে দোয়া বিশেষভাবে সহায়ক। পিতা-মাতা যখন নিয়মিত সন্তানের জন্য দোয়া করেন, তখন আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন এবং সন্তানের জীবনে সাফল্য এনে দেন।
রাসূল (সা.) বলেছেন: "দোয়া মুসলিমের সশস্ত্র শক্তি, যা তাকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করে।" (আহমদ)
সন্তানদের জন্য সুস্থতা, হেদায়াত, এবং সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য মা-বাবা যদি প্রতিদিন দোয়া করেন, তাহলে তা তাদের আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে।

অধ্যায় ১৩: সন্তানের পছন্দের প্রতি মা-বাবার দৃষ্টি ও দিকনির্দেশনা

সন্তান যখন একটু বড় হয়, তখন তার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মা-বাবার দায়িত্ব হলো, সন্তানের পছন্দের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং তাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া, যেন সে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পথে চলতে পারে। যদি সন্তান কোনো ভুল পথে চলে, তবে মা-বাবাকে তা বুঝিয়ে তার জন্য ভালো উপদেশ দিতে হবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার সন্তানকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়, সে পুণ্য লাভ করে।" (বুখারী)

এখানে মা-বাবার দায়িত্ব হলো সন্তানের পছন্দের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং ইসলামী নিয়মের মধ্যে তার পছন্দের পথ তৈরি করা।

অধ্যায় ১৪: সন্তানের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা

মা-বাবার দায়িত্ব শুধুমাত্র শারীরিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে সন্তানের যত্ন নেওয়া নয়, বরং তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশও তাদের দায়িত্ব। সন্তানের মনের শান্তি, আত্মবিশ্বাস এবং জীবনবোধের শক্তি গড়ে তুলতে মা-বাবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এই বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে, যাতে মা-বাবা তাদের সন্তানদের আধ্যাত্মিক শান্তি ও আত্মবিশ্বাসের জন্য তাদের কাছে গিয়ে সঠিক পরামর্শ দেয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমরা কোনো শিশুদের মধ্যে অযথা মানসিক চাপ সৃষ্টি করোনা, তাদেরকে স্বাভাবিক পরিবেশে বড় হতে দিন।" (সহীহ মুসলিম)

এটি প্রমাণ করে যে, সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা তাদের জীবনে মানসিক শান্তি আনতে সাহায্য করবে।

অধ্যায় ১৫: মা-বাবার উচিত সন্তানের সাথে সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা

ইসলামে মা-বাবাকে তাদের সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা বা অসঙ্গত আচরণ তাদের মধ্যে বিরোধ এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামে আদর্শ মা-বাবার উদাহরণ হিসেবে রাসূল (সা.) এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনি সন্তানের প্রতি কোমলতা এবং ভালোবাসা দেখানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
রাসূল (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার সন্তানকে ভালোবাসে, সে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম।" (তিরমিজি)
এটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এবং সহানুভূতির মাধ্যমে মা-বাবা তাদের সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

অধ্যায় ১৬: মা-বাবার নৈতিক ও চারিত্রিক দৃষ্টান্ত সন্তানের জন্য আদর্শ

মা-বাবার নিজস্ব নৈতিকতা ও চরিত্র সন্তানের জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করে। যদি মা-বাবা নিজেরা সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ইসলামী আদর্শে চলেন, তবে তাদের সন্তানও সেই পথ অনুসরণ করবে। ইসলামে মা-বাবার জন্য নিজেদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সন্তানের কাছে সঠিক উদাহরণ হয়ে ওঠে।
রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমরা যেভাবে আচরণ করবে, তোমাদের সন্তানও সেভাবেই আচরণ করবে।" (বুখারী)
এটি প্রমাণ করে যে, মা-বাবার সঠিক আচরণ সন্তানের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

অধ্যায় ১৭: ইসলামী নীতি অনুসরণ করে সন্তানের সমন্বিত বিকাশ

ইসলামে সন্তানের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য সমন্বিত দিকনির্দেশনা রয়েছে। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো, সন্তানের শারীরিক স্বাস্থ্য, শিক্ষাগত অগ্রগতি এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। ইসলামের যে নীতিগুলি মা-বাবা অনুসরণ করেন, তা সন্তানের সার্বিক বিকাশে সহায়ক হয়।
রাসূল (সা.) বলেছেন- "তোমাদের সন্তানদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করো, তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও ভালো আচরণ গড়ে তোলো।" (আবু দাউদ)
এটি মা-বাবার জন্য নির্দেশনা দেয় যে, তারা যেন সন্তানের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেন।

অধ্যায় ১৮: সন্তানদের সঠিক সময়ে সঠিক শিক্ষা দেওয়া

ইসলামে শিক্ষা গ্রহণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সন্তানের শৈশব থেকেই তাদের সঠিক শিক্ষা দেয়ার জন্য মা-বাবাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। শিক্ষা শুধু পাঠ্যবই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।
রাসূল (সা.) বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।" (ইবনে মাজাহ)
এই শিক্ষাটি শিশুর শৈশবেই শুরু হওয়া উচিত, যাতে তারা বড় হয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুরক্ত থাকে।

অধ্যায় ১৯: সন্তানদের সঠিক আচরণ এবং সামাজিক দায়িত্ব শেখানো

মা-বাবার কর্তব্য হলো, সন্তানদের মধ্যে সঠিক আচরণ এবং সামাজিক দায়িত্বের গুরুত্ব তুলে ধরা। ইসলামে মানুষের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। সন্তানদের উচিত তাদের পরিবার, সমাজ এবং প্রতিবেশীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকতে।
রাসূল (সা.) বলেন: "তোমরা যদি ভাল কাজ করতে চাও, তবে তোমরা তোমাদের পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করো।" (সহীহ বুখারী)
মা-বাবার জন্য এটি একটি গুরুতর দায়িত্ব, যাতে তারা সন্তানদের সমাজের ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

অধ্যায় ২০: সন্তানদের প্রতি আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আচরণ করা

সন্তানদের প্রতি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আচরণ করা মা-বাবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলামে সন্তানের প্রতি সঠিক আচরণ ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সন্তানের প্রতি সহানুভূতি, দয়া, শিক্ষা ও সর্বোপরি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার জন্য মা-বাবাকে কাজ করতে হবে।
আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন: "তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"
(সূরা তাহরিম, ৬৬:৬)
এটি মা-বাবাকে সতর্ক করে, যেন তারা নিজেদের সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে, এবং তাদেরকে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারে।

অধ্যায় ২১: পিতা-মাতার জন্য সন্তানের জন্য তাওয়াক্কুল ও দোয়া

মা-বাবা সন্তানের জন্য জীবনে সাফল্য কামনা করতে পারেন, তবে তাদের উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) রাখা এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। সন্তানের জন্য দোয়া করা, বিশেষ করে তার শিক্ষাগত, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনা করা, ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূল (সা.) বলেছেন: "সন্তানের জন্য দোয়া করা মা-বাবার জন্য এক ধরনের সদকা।" (তিরমিজি)

এটি প্রমাণ করে যে, সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তাকে তার জীবন সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করবেন।

অধ্যায় ২২: সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়বদ্ধতা ও দৃষ্টান্তমূলক আচরণ

মা-বাবার জন্য সন্তানের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা যদি নিজেদের জীবনে ইসলামী আদর্শ পালন করেন এবং সৎ, ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করেন, তবে সন্তানও তাদের দেখাদেখি তা অনুসরণ করবে। মা-বাবার আচরণ ও নৈতিকতার প্রতিফলন সন্তানের জীবনে প্রভাব ফেলে।

রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমরা যা করো, তোমাদের সন্তানও তা অনুসরণ করবে।" (বুখারী)

এটি প্রমাণ করে যে, মা-বাবার আচরণ সন্তানের চরিত্র গঠনে বড় ভূমিকা রাখে।

অধ্যায় ২৩: সন্তানের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা

ইসলামে সন্তানের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুরা ছোট হলেও তাদের সম্মান দিতে বলা হয়েছে। কঠোরতা নয়, বরং ভালোবাসা ও ধৈর্যের মাধ্যমে তাদের সংশোধন ও গাইড করা ইসলামী আদর্শ।
রাসূল (সা.) শিশুদেরকে মুখে চুমু দিতেন, কোলে নিতেন এবং হাসিমুখে কথা বলতেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
এ থেকে বোঝা যায়, সন্তানদের সঙ্গে আচরণে কোমলতা ও ভালোবাসা অপরিহার্য।

অধ্যায় ২৪: সন্তানের সঙ্গে খেলাধুলা ও সময় কাটানো

শিশুর মানসিক বিকাশে মা-বাবার সময় দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। নবীজি (সা.) নিজে নাতি হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর সঙ্গে খেলা করতেন, তাদের কাঁধে চড়িয়ে নিতেন। এটি সন্তানদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তোলে।
"তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি উত্তম আচরণ করে।" (তিরমিজি)
এই হাদীস মা-বাবাকে সন্তানদের জন্য সময় দেওয়া ও আনন্দ ভাগাভাগির প্রতি উৎসাহ দেয়।

অধ্যায় ২৫: সন্তানের রিজিক হালাল উপার্জনে যত্নবান হওয়া

শুধু অর্থ উপার্জন করলেই হবে না, বরং তা হালাল হওয়া আবশ্যক। সন্তানকে হারাম খাবার খাওয়ানো মানেই তার শরীর ও মনকে নাফরমানির দিকে ঠেলে দেওয়া। একজন বাবা-মা যদি হালাল রিজিকের প্রতি যত্নশীল হন, তাহলে সন্তানও ন্যায়ের পথে থাকবে।
"হালাল রিজিক হলো ইবাদতের ভিত্তি।" (আল হাদীস)

অধ্যায় ২৬: সন্তানের ইসলামী আকীদা (বিশ্বাস) গড়ে তোলা

সন্তান যেন ছোটবেলা থেকেই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সেই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আকীদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সন্তান সহজে পথভ্রষ্ট হয় না।
হযরত লুকমান (আ.) তার পুত্রকে বলেছিলেন:
"হে পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করোনা। শিরক অবশ্যই বড় জুলুম।" (সূরা লুকমান: ১৩)
এখান থেকে বোঝা যায়, আকীদা শিক্ষার সূচনা ঘর থেকেই হতে হবে।

অধ্যায় ২৭: সন্তানের মাঝে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা

শিশুরা যেন দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে বড় হয়, সেজন্য ছোটবেলা থেকেই তাদের কিছু দায়িত্ব পালন করতে শেখানো উচিত—যেমন: নামাজ পড়া, ছোট কাজের দায়িত্ব নেওয়া, সময়মতো পড়াশোনা ইত্যাদি।
"তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহীহ বুখারী)
মা-বাবার উচিত সন্তানকে এই শিক্ষা দেওয়া যে, সে তার জীবন ও কাজের জন্য জবাবদিহি করবে।

অধ্যায় ২৮: সন্তানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করা

ইসলাম মা-বাবাকে শুধু বর্তমানেই সন্তানের প্রতি যত্নবান হতে বলেনি; বরং ভবিষ্যতের দিকেও লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। সন্তান বড় হয়ে কী হবে, কীভাবে চলবে, কীভাবে সমাজে অবদান রাখবে—এসব বিষয়ে শুরু থেকেই দিকনির্দেশনা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ। হযরত লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে ভবিষ্যতের জন্য যেসব নসীহত দিয়েছেন, তা কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ বলেন: "হে আমার প্রিয় পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো। " (সূরা লুকমান: ১৭)
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে পড়ালেখা, পেশা, দ্বীনি জ্ঞান, চারিত্রিক গুণাবলি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ দায়িত্ব মা-বাবার, যাতে সন্তান দ্বীন ও দুনিয়ার উভয় দিকেই সফল হতে পারে।

অধ্যায় ২৯: সন্তানের সাথে যুক্ত থাকার গুরুত্ব

সন্তান যত বড়ই হোক, তার সাথে সম্পর্ক রাখার, খোঁজ-খবর নেয়ার ও মানসিকভাবে তাকে সাপোর্ট করার দায়িত্ব মা-বাবার থাকে। অনেক সময় সন্তান বাহ্যিকভাবে স্বনির্ভর হলেও সে অভ্যন্তরীণভাবে দিকনির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করে। সেক্ষেত্রে মা-বাবা যেন তার বন্ধু, অভিভাবক এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে।
হাদীসে এসেছে: "তোমরা সবাই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। "(সহীহ বুখারী)
এই দায়িত্বের আওতায় পড়ে সম্পর্ক রক্ষা, সময় দেওয়া এবং তার সিদ্ধান্তের পাশে থাকা।

অধ্যায় ৩০: সন্তানকে দুআর ছায়ায় রাখা

মা-বাবার দোয়া সন্তানের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। হাদীসে এসেছে, "তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না — তাদের মধ্যে একজন হলো পিতা-মাতার দোয়া তার সন্তানের জন্য।" (তিরমিযি)
সন্তান যেন হিদায়াতের পথ ধরে চলে, নেককার হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়—এসবের জন্য প্রতিনিয়ত দোয়া করা প্রত্যেক মুসলিম মা-বাবার কর্তব্য। সন্তান দূরে থাকলেও তার জন্য দোয়া চালিয়ে যেতে হবে, কারণ আল্লাহর রহমত সীমাহীন।
দোয়া শুধু কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই নয়, বরং সন্তান যেন ভবিষ্যতে দ্বীনের খেদমত করতে পারে—এ জন্যও বিশেষ দোয়া কাম্য।

অধ্যায় ৩১: সন্তানের মধ্যে দ্বীনি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা

সন্তানকে শুধু দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত করলেই চলে না; বরং তার মধ্যে দ্বীনের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা আবশ্যক। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ, নামায, রোজা, যাকাত, হজ—এসব সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা এবং তা বাস্তবে পালন করার আগ্রহ গড়ে তোলা মা-বাবার দায়িত্ব।
হাদীসে এসেছে: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে পালন না করলে শাসন করো।" (আবু দাউদ)

এই দায়িত্ববোধ শিশুর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই গড়ে তুলতে হয়। ইসলামি পরিবেশ, আদর্শিক কথা ও গঠনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর অন্তরে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করা যায়।

অধ্যায় ৩২: সন্তানের ইলমী (জ্ঞানগত) উন্নয়নে ভূমিকা রাখা

ইসলামে জ্ঞানার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেন:
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)
মা-বাবার অন্যতম বড় দায়িত্ব হলো—সন্তানকে সঠিক ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া। কেবল দুনিয়াবি বিদ্যা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইলমও শেখানো অত্যন্ত জরুরি। হিফজুল কুরআন, ফিকহ, হাদীস এবং আকীদা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করা উচিত ছোটবেলা থেকেই।
একজন সন্তান যদি সঠিক ইলম পায়, তাহলে সে নিজের জীবনে যেমন সফল হবে, তেমনি সমাজ ও উম্মাহর জন্যও উপকারী হবে।

অধ্যায় ৩৩: সন্তানের শৃঙ্খলা ও নিয়মাবলী শেখানো

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই শৃঙ্খলা, সময় ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ম মেনে চলা শেখানো উচিত। ইসলামে একাধিক স্থানে নিয়মিত জীবনযাপন, সময়ানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেছেন:
"তোমরা যখন কাজ কর, তাহলে সঠিকভাবে তা সম্পন্ন করো।" (আল-বুখারী)
মা-বাবা যদি নিজে শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, তবে সন্তানের মধ্যে সেই একই আচরণ গড়ে উঠবে। নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা, সময়মতো খাবার খাওয়া, নামাযের সময় মেনে চলা—এসব নিয়ে সন্তানকে অভ্যস্ত করা ইসলামী শিক্ষার অংশ।
এছাড়া, সন্তানকে নিজ দায়িত্ব গ্রহণ ও তার ফলাফলের জন্য প্রস্তুত করাও গুরুত্বপূর্ণ। তাতে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে।

অধ্যায় ৩৪: সন্তানকে সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব শেখানো

সন্তানকে সমাজে উত্তম ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে, সঠিক সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম একজন মুসলমানকে সামাজিকভাবে সৎ, পরোপকারী, এবং সকলের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:
"তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো এবং তোমাদের মধ্যে কোনো ভুল-বোঝাবুঝি হলে তা সুন্দরভাবে সমাধান করো।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২: ২৩৬)
এছাড়াও, সন্তানের মধ্যে সৎ ও নৈতিক গুণাবলি যেমন—ভদ্রতা, দয়া, সৎপথে চলা, মিথ্যা না বলা, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি এবং অন্যদের সাহায্য করা শেখানো প্রয়োজন। শিশুদের শেখানো উচিত যে, একজন মুসলমানের জীবনে সমাজের কল্যাণ, ন্যায়, এবং অন্যদের সাহায্য করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া তাদের পরবর্তী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অধ্যায় ৩৫: সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ করা

ইসলামে মা-বাবার উপর সন্তানের প্রতি সময় দেওয়ার দায়িত্বও রয়েছে। মুলত, মা-বাবার সঙ্গেই সন্তান তার প্রথম শিক্ষা, চরিত্র এবং মানসিক বিকাশ পায়। তাই, সন্তানের সাথে সময় কাটানো, তাদের অনুভূতি ও প্রয়োজন বুঝে সাহায্য করা মা-বাবার কর্তব্য। আল্লাহ বলেন: "তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ৬)
সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানো কেবল তাদের মনোযোগী করে তুলবে না, বরং তারা অভ্যস্ত হবে সঠিকভাবে সময় ব্যয় করার, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্যও উপকারী।
এছাড়া, সন্তানের যেকোনো সমস্যা বা চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সে অনুযায়ী সমাধান প্রদান করার জন্য সময় বের করা মা-বাবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

অধ্যায় ৩৬: সন্তানের প্রতি নৈতিক শিক্ষা প্রদান

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই নৈতিক শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একদিকে, পিতা-মাতা সন্তানের কাছে প্রথম শিক্ষক, অন্যদিকে, তারা সন্তানদের প্রতিটি পদক্ষেপে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। নবী করীম (সা.) বলেছেন: "সর্বোত্তম মুসলিম সেই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।" (সহীহ মুসলিম)
সন্তানকে মিথ্যা না বলা, দয়া, সততা, পরিশ্রম, বিনয়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, এবং সঠিক পথ অনুসরণের শিক্ষা দিতে হবে। যখন সন্তান এসব গুণাবলি শিখবে, তখন সে সমাজে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অধ্যায় ৩৭: সন্তানের আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব মূল্যবোধ গঠন

সন্তানকে তার ক্ষমতা, দক্ষতা এবং নিজস্ব মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা মা-বাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইসলাম সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ বলেন:
"আমি তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে কিছু লোকের উপরে শ্রেষ্ঠতা দিয়েছি, যাতে তারা একে অপরকে সহায়তা করতে পারে।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৬৪)
সন্তানকে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে সমতা বুঝিয়ে তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা উচিত। মা-বাবা যদি সন্তানের প্রতি আস্থা রাখেন এবং তার সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করেন, তবে সে নিজেই তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে।

অধ্যায় ৩৮: সন্তানের জন্য শাস্তি এবং পুরস্কারের সঠিক ব্যবহার

ইসলামে সন্তানের জন্য শাস্তি এবং পুরস্কারের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শাস্তি যেন অতিরিক্ত কঠোর না হয়, আবার পুরস্কারও যেন শুধুমাত্র শখ বা স্বার্থে না হয়ে, বরং সৎ কাজের জন্য উপযুক্ত হয়। নবী করীম (সা.) বলেছেন:
"তোমরা তাদের শাস্তি দিও না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের কাছ থেকে সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে।"
(সহীহ মুসলিম)
শাস্তি বা পুরস্কার কখনোই সন্তানের ভালোবাসা ও সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরাতে দেয়া উচিত নয়। মা-বাবা অবশ্যই জানবেন কখন সন্তানের প্রশংসা করতে হবে এবং কখন তাকে সঠিক পথে চালিত করতে শাস্তি দিতে হবে।

অধ্যায় ৩৯: সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন

সন্তানকে সম্মান এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করা মা-বাবার কর্তব্য। হাদীসে এসেছে: "যে ব্যক্তি তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর কাছে দয়ালু হতে পারে না।" (সহীহ বুখারী)
এছাড়া, সন্তান যেন তার মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে এবং সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

অধ্যায় ৪০: সন্তানের সঠিক শিক্ষা এবং ইসলামী মূল্যবোধ

ইসলামে সন্তানের সঠিক শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সন্তানকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সঠিক পথে পরিচালনা করতে চায়। একটি শিশুর প্রথম শিক্ষা তার পরিবার থেকেই আসে, বিশেষত তার মা-বাবার কাছ থেকে। সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, এবং শৃঙ্খলা গঠন করা মা-বাবার মূল দায়িত্ব। কুরআনে বলা হয়েছে:
"তোমরা তোমাদের সন্তানদের এবং পরিবারের সবাইকে আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ৬)
শিশুকে মেধা এবং চরিত্র গঠনে সহায়ক হতে, তাদের একাডেমিক এবং নৈতিক শিক্ষার সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, সন্তানকে শুধু পৃথিবীর জ্ঞানই নয়, আখিরাতের জন্যও প্রস্তুত করা উচিত।

অধ্যায় ৪১: সন্তানের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শন

সন্তানের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতির গুরুত্ব ইসলামে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সন্তানের প্রতি অযথা কঠোরতা বা কঠিন শাস্তি দিয়ে তার মনোবল নষ্ট করা উচিত নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন: "তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন না করো, তবে আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না।" (সহীহ বুখারী) এতে প্রমাণিত হয় যে, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং মমতা প্রদর্শন শুধু একজন পিতামাতার কর্তব্য নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেও প্রশংসিত একটি কাজ। মা-বাবা যখন তাদের সন্তানদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তখন সন্তানও জীবনের সব ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ, শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ৪২: সন্তানের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের গোপনীয়তা সম্মান করা

সন্তানের গোপনীয়তা এবং তাদের ব্যক্তিগত সীমানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও মা-বাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সন্তানদের প্রতি আস্থাশীল হওয়া উচিত এবং তাদের গোপন বিষয়গুলো সম্মানিত করা উচিত। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতিতে সন্তানদের ব্যক্তিগত স্থান ও গোপনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দেয়। ইসলামে বলা হয়েছে: "তোমরা নিজেদের মধ্যে গোপনীয়তার মধ্যে মিশ্রিত হতে পারো না, তবে তা যদি ভালো উদ্দেশ্যে হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯: ১২) মা-বাবা যদি সন্তানদের ব্যক্তিগত জীবন ও গোপনীয়তা সম্মান করেন, তবে সন্তান তাদের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং সমস্যা নিয়ে খোলামেলা ভাবে কথা বলতে সক্ষম হবে, যা তাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

অধ্যায় ৪৩: সন্তানের প্রতি সঠিক শৃঙ্খলা এবং আচরণ শিক্ষা

ইসলামে সন্তানের জন্য সঠিক শৃঙ্খলা এবং আচরণ শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা যখন সন্তানের জন্য সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ করেন, তখন তারা তাকে শান্তিপূর্ণ, সহনশীল এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হতে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাঁর কুরআনে বলেছেন: "তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি মানুষ এবং পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ৬)

সন্তানকে শৃঙ্খলা শেখানো মানে তাকে সঠিকভাবে আচরণ করার, সামাজিক নীতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে বিশ্বাসী হওয়া শেখানো। যদি মা-বাবা সন্তানের প্রতি সঠিক সীমা নির্ধারণ করেন এবং তাকে সঠিক পথ নির্দেশনা দেন, তবে সন্তান সমাজে একটি আদর্শ নাগরিক হিসেবে পরিণত হবে।

অধ্যায় ৪৪: সন্তানের জন্য স্বাস্থ্য এবং শারীরিক যত্ন

ইসলামে সন্তানের শারীরিক সুস্থতা এবং তার সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি শিশু যদি শারীরিকভাবে সুস্থ না হয়, তবে তার মনোযোগ এবং শিক্ষাও ভালোভাবে গঠিত হতে পারে না। মা-বাবার কর্তব্য হল সন্তানের সঠিক খাবার, বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিত করা। নবী করীম (সা.) বলেছেন:
"তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করো, তবে তা তোমাদের জন্য আখিরাতে সাফল্য বয়ে আনবে।" (সহীহ বুখারী)
এছাড়া, ইসলাম মা-বাবাকে নির্দেশনা দিয়েছে, যেন তারা তাদের সন্তানকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখে এবং তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও চিকিৎসক দেখানোর ব্যবস্থা করে।

অধ্যায় ৪৫: সন্তানের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা

সন্তানের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের মাঝে আত্মবিশ্বাস, দয়া, সহানুভূতি, এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলা মা-বাবার জন্য একটি প্রধান দায়িত্ব। ইসলাম এসব গুণাবলির প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে সন্তানরা সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে এবং তারা নিজেদের এবং অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে।
ইসলামে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক আচরণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো এবং একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা করো না।" (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ২)
এটি দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, মা-বাবা তাদের সন্তানদের মধ্যে সহযোগিতা, ভালবাসা, সহানুভূতি এবং সঠিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করবে।

অধ্যায় ৪৬: সন্তানের দায়িত্বশীলতা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা

ইসলামে সন্তানের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা তাদের সন্তানকে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী এবং নামাজের গুরুত্ব শিখিয়ে তার আধ্যাত্মিক বিকাশ নিশ্চিত করেন। আল্লাহ বলেছেন: "এবং তোমরা তোমাদের পরিবারকে নামায আদায় করতে আদেশ দাও এবং তোমরা নিজে সে ব্যাপারে সাবধানে থাকো।" (সূরা ত্বাহা, ২০: ১৩)
এভাবে, সন্তানকে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী করতে, মা-বাবা তাদের সন্তানকে নামাজ, রোজা, হজ্ব ও ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব শেখাতে পারেন। এটি তাকে ইসলামী জীবনযাত্রার প্রতি একাগ্র করতে সাহায্য করে।

অধ্যায় ৪৭: সন্তানের সঠিক চরিত্র গঠন

ইসলামে সন্তানের চরিত্র গঠনে মা-বাবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা তাদের সন্তানকে নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, নিষ্ঠা, এবং সহানুভূতির শিক্ষা দেন। তারা সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তোলে যেন সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক ও সৎ আচরণ করতে পারে। মহানবী (সা.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রের উন্নতি করে, সে আল্লাহর কাছে প্রিয়।" (সহীহ বুখারী)
সন্তানের মধ্যে ভালো চরিত্র গড়ে তোলার জন্য মা-বাবা তাদের ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে, ভাল আচরণ এবং আদর্শ শিক্ষা দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারেন। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ করা সবার জন্য আবশ্যক।

অধ্যায় ৪৮: সন্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্ব

ইসলামে পরিবারের পরিবেশের গুরুত্বকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মা-বাবা তাদের সন্তানদের এমন একটি পরিবেশে লালন-পালন করবেন যেখানে ভালো মূল্যবোধ, ইসলামী শিক্ষা, এবং খোদাভীতির পরিবেশ থাকে। একটি শিশুর প্রথম শিক্ষা তার পরিবারের কাছ থেকেই আসে। ইসলামীয় সমাজে সঠিক পরিবেশ সন্তানকে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলে। আল্লাহ বলেন: "তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি মানুষ এবং পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬৬: ৬)
এমন একটি পরিবেশে সন্তান বেড়ে উঠবে, যা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিকভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করবে।

অধ্যায় ৪৯: মা-বাবার জন্য সন্তানের প্রতি উদারতা এবং কৃতজ্ঞতা

ইসলামে সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্ধারিত, তবে এর পাশাপাশি মা-বাবারও সন্তানের প্রতি উদারতা এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহানবী (সা.) বলেছেন: "মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা এবং তাদেরকে সম্মানিত করা হল এক ধরনের ইবাদত।" (সহীহ মুসলিম)
এছাড়া, মা-বাবা যখন সন্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন, তখন তাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্বের পাশাপাশি, ইসলাম মা-বাবাকে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেছে।

উপসংহার

সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত। ইসলাম সন্তানের জন্য এমন একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে চায় যেখানে তার শারীরিক, মানসিক, এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সঠিকভাবে সাধিত হবে। মা-বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্বের পাশাপাশি, মা-বাবারও সন্তানের জন্য শীর্ষস্থানীয় দায়িত্ব রয়েছে—তার নামকরণ, শিক্ষা, চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, এবং জীবনযাত্রার পথ প্রদর্শন করা।

মা-বাবার দায়িত্ব শুধুমাত্র সন্তানকে দুনিয়াতে সঠিকভাবে পরিচালিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আখিরাতে তার সফলতার জন্যও যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। ইসলামের প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করে, মা-বাবা তাদের সন্তানকে এমন একটি জীবনযাপন শিক্ষা দিতে পারেন, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হবে।

এই থিসিসের মাধ্যমে আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ইসলামী সমাজে মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষ সমাজে সঠিক মূল্যবোধ এবং সুশৃঙ্খল জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তথ্যসূত্র

ইসলামী গ্রন্থ:

1. আল-কুরআন: সূরা লুকমান (৩১: ১৭): “হে আমার প্রিয় পুত্র! নামায কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো।”

সূরা আল-বাকারাহ (২: ২৩৬): “তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।”

সূরা ত্বাহা (২০: ১৩): “আপনি আপনার পরিবারের জন্য সর্বদা নামাযের আদেশ দিন এবং নিজের ইচ্ছায় তা পালন করুন।”

2. হাদীস: সহীহ বুখারী (বুখারী, ১০৭৪): “তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।” সহীহ মুসলিম (৪৫১০): “একটি শিশুকে সৎপথে পরিচালনা করা, পিতার কর্তব্য।”

3. ইবনে আবি শায়বা, আল-আদাব আল-মুফরাদ (চলিত প্রথা)

4. আল-গাজালি (ইহইয়া উলুম উদ্দিন)

5. তাফসীর গ্রন্থসমূহ:

- তাফসীর ইবনে কাসির
- তাফসীর আল-জালালাইন

অন্যান্য উৎস:

1. ইসলামী আইনগ্রন্থ (ফিকহ):

- আল-মুগনি (ইবনে কুদামা)
- আল-আমাদী

2. ইসলামী মনোবিজ্ঞান (ইসলামিক সাইকোলজি)

- শরীফ আল-গাজালি (প্রশিক্ষণ ও মানসিক বিকাশ)
- আল-মা'রিফ (ইসলামী মনোবিজ্ঞান)